কানামাছি

টাস্ ফিল্মসের তৃতীয় নিবেদন

কা না মা ছি

প্রযোজনা ঃ তারা বর্মন

পরিচালনা ঃ ভবেন দাসের তত্ত্বাবধানে 'টাস্ ইউনিট'

কাহিনী ঃ শৈলেশ দে • চিত্রনাট্য ঃ মৃণাল সেন

সঙ্গীত ...	নচিকেতা ঘোষ	চিত্রশিল্পী ...	দীনেন গুপ্ত
গীতিকার ...	শ্যামল গুপ্ত	সম্পাদনা ...	কমল গাঙ্গুলী
আবহ সঙ্গীত ...	শৈলেশ রায়	শিল্প নির্দেশনা ...	সুনীতি মিত্র
সঙ্গীত অনুস্মৃতি ...	সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা	রূপসজ্জা ...	প্রাণানন্দ গোস্বামী
শব্দ-যন্ত্রী	মৃণাল গুহঠাকুরতা (সংলাপ ও পুনর্শব্দযোজনা)	পটশিল্পী ...	কবি দাশগুপ্ত
		ব্যবস্থাপনা ...	পরিতোষ রায়
সঙ্গীতানুলেখন ...	সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	পরিচয় লিখন ...	দিগেন ষ্টুডিও
স্থির চিত্র ...	নিতাই ঘোষ, শশী দত্ত ও সাইনো য়্যাণ্ড কোং	সাজসজ্জা	দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
		সর্বাধ্যক্ষ ...	শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচার পরিচালনা ঃ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারীবৃন্দ ★

পরিচালনায় ঃ বিশু ব্রহ্ম, ইন্দোর সেন • চিত্র শিল্পে ঃ সুনীল চক্রবর্ত্তী • সম্পাদনায় ঃ প্রতুল রায়চৌধুরী
রূপসজ্জায় ঃ ভীম নস্কর, পরেশ দাস • ব্যবস্থাপনায় ঃ পরেশ বসাক • শিল্প নির্দেশনায় ঃ প্রসাদ মিত্র
সঙ্গীতে ঃ জয়ন্ত শেঠ • পটশিল্পে ঃ রবি দাসগুপ্ত • আলোক সম্পাতে ঃ কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস।

★ রূপায়ণে ★

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল
তপতী ঘোষ, সুনন্দা ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী

মাঃ তিলক, প্রভাবতী জানা, শৈলেন ভট্টাচার্য্য, পরিতোষ রায়, অমিয় ভট্টাচার্য্য
সন্তোষ ব্যানার্জী, মীরা, সন্ধ্যা, লতিকা, শ্রীলেখা ও আরও অনেকে।

★ নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ★

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মোহনবাগান এ, সি • ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব • বিশ্ববাণী
মিডল্যাণ্ড টাইপরাইটার এম্পোরিয়াম • শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক ঃ টাস্ পিক্চার্স

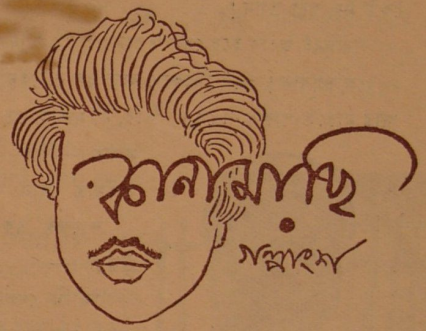

নাঃ, এমন আঘাত জীবনে আর কোনো দিন পাননি সদানন্দবাবু। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! যে-তপনকে তিনি শুধু তাঁর অফিসের একজন শিক্ষিত সুদর্শন তরুণ সুদক্ষ কর্মী বলেই ভাবেন নি,—অদূর ভবিষ্যতে যাকে বিলেত ঘুরিয়ে এনে, এই অফিসের বড়ো চেয়ারে বসিয়ে, নিজের একমাত্র মেয়ে বাণীকে তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন বলে মনে মনে এঁচে রেখেছেন সদানন্দবাবু,—সেই তপনেরই কিনা এই কাণ্ড! ধিক্!

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, তপন কাল 'মায়ের অসুখ' বলে সকাল-সকাল ছুটি নিয়েছিল অফিস থেকে। নেবেই তো! মায়ের অসুখ বলে কথা!

সদানন্দবাবুকেও কাল কিছুটা সকাল-সকালই বেরোতে হয়েছিল অফিস থেকে। কারণ, মাঠে ছিল সেই দুর্দান্ত দুর্দমনীয় দুর্লভ বুক-ধড়ফড়ানো মাথা-ঝন্‌ঝনানো ফুটবল খেলা, যে-খেলার জন্যে কালিঘাটে মানতের পাঁঠা পড়ে!

গোঁ-ও-ও-ও-ওল্!

সবুজ গ্যালারি ভেঙে পড়ার দাখিল! মানুষের হাতের ছাতা, মাথার টুপি, পায়ের জুতো, সব কিছুরই পাখি হয়ে আকাশে উধাও হওয়ার বাসনা! সবুজ গ্যালারিতে সমবেত নৃত্যের উদ্দাম প্রদর্শনী!

সমবেত নৃত্য থেমে গিয়েছিল এক সময়।

থামবারই কথা! থামাই স্বাভাবিক! কিন্তু তখনো থামেনি এক ফুটবল-পাগলের একক নৃত্য-কলা! সে যেন অষ্টপ্রহর অবিরাম নৃত্যপ্রদর্শনীর বায়না নিয়েছে!

এ হেন অনন্যসাধারণ নৃত্য-কুশলী বিশেষ ব্যক্তিটির প্রতি বিশেষ নজর পড়া খুবই স্বাভাবিক। সদানন্দবাবুরও পড়েছিল এবং।

তিনি সবিস্ময়ে ও সক্রোধে আবিষ্কার করেছিলেন যে, নৃত্যপরায়ণ ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং তপন!

পরদিনই জবাব হয়ে গেল তপনের। এ-অফিসে মিথ্যেবাদীর ঠাঁই নেই!

হে ভগবান! কাল বিকেলে বাত হল না কেন তপনের পায়ে! তাহলে তো আর নাচতে পারত না সে। আর, না নাচলে তো ধরা পড়ত না সে এমন হাতে-নাতে।—কিন্তু এখন উপায়? চাকরি গেলে একমাত্র বোন ঝর্ণা আর বিধবা মায়ের কী হবে?

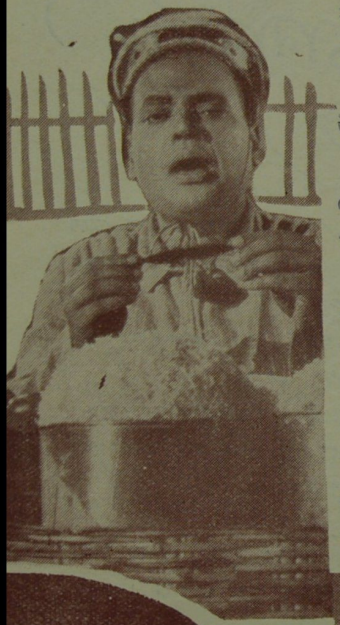

কাজেই এক মিথ্যে থেকে আরেক মিথ্যেয় উত্তরণ।—

'আমি খেলা দেখতে যাইনি স্যার। তাহলে বোধ হয় আপনি আমার ছোট ভাইকে দেখে থাকবেন। আমরা দুজনে যমজ কি না!'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সদানন্দবাবু! রাগ একেবারে কর্পূর! তপনের মত ছেলে কি কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে? অতএব —

সদানন্দবাবুর পুনঃপুনঃ তাগাদা,—তপন যেন তার সেই শিক্ষিত বেকার যমজ ছোট ভাইটিকে অতি অবশ্য সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলে। সে তাঁর মেয়ে বাণীকে পড়াবে। ভাল মাইনে পাবে।

সর্বনাশ! কোথায় যমজ ভাই! যমজ ভাইয়ের জন্যে কোন্ বিশ্বকর্মার কারখানায় ফরমাশ্ দেবে তপন?

'নেসেসিটি ইজ্ দি মাদার অফ্ ইন্‌ভেনশন্'!—

শেষ পর্যন্ত তপন নিজেই তার যমজ ছোট ভাই হয়ে এল সদানন্দবাবুর তরুণী কন্যা বাণীর গৃহশিক্ষকের চাকরি নিতে।

ফলং :—পাঠ্যগ্রন্থের পাতা উল্টোতে উল্টোতে কখন্ এক সময়ে দু'টি তরুণ-তরুণীর মনের গ্রন্থি বন্ধনং!

মা বলেন,—বেশ ছেলে ঐ মাস্টার। ওকে আমার বাণীর মনে ধরেছে। ওরই সঙ্গে মেয়ের বিয়ের জোগাড় কর।

বাবা বলেন,—অসম্ভব! মাস্টারের দাদা তপনকে আমি অনেক দিন আগে থেকেই মনে মনে জামাইয়ের মার্কা দিয়ে রেখেছি। মা বোঝেন মেয়ের মন। বলেন,—উঁহু, মাস্টার ছাড়া চলবে না।

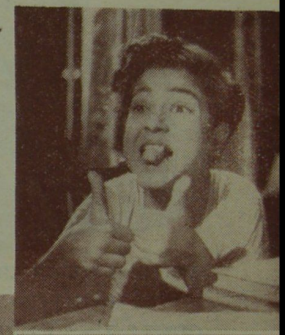

অগত্যা বাধ্য হয়েই রাজী হতে হয় সদানন্দ বাবুকে। ভারাক্রান্ত মনে অফিসে গিয়ে তপনকে জানান সব কথা। দু'দিন পরে বাণীর জন্মদিনের উৎসবে তপনের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বাণীর বিয়ের কথাটা সকলের কাছে ঘোষণা করা হবে,—ঠিক হয় এই ব্যবস্থা।

বাণীর জন্মদিনের উৎসব! তপন এসেছে; কিন্তু কোথায় তার ছোট ভাই, সেই মাস্টার? সদানন্দবাবু ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত, কম্পান্বিত!

নিরুপায় তপন শেষ অবধি বাণীকে নিভৃতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে তার দুটো হাত। বলে,—বাঁচাও আমাকে বাণী।

মাস্টার মশাইকেই তার কুমারী-মন অর্পণ করেছে বাণী,—তার দাদাকে নয়। কাজেই তপনের এ হেন অভাবনীয় বর্বর আচরণে রাগে ঘৃণায় ফেটে পড়ে বাণী।

তপন বলে,—শোনো বাণী, শোনো, আমি.....

না! এই অসভ্য অভদ্র ইতর মানুষটার কোনো কথা শুনতে চায় না বাণী।

কিন্তু শেষ অবধি শুনতে তাকে হল; এবং তারই সহায়তায় তপন পাশের ঘরে সর্বসমক্ষে হাজির হল মাস্টার সেজে। শান্ত হলেন সদানন্দবাবু।

কিন্তু মাস্টারের দাদা তপনটা কোথায়? তারও যে থাকা চাই এ-সময়। তপন কোথায়? তপন? মাস্টারের দাদা?

সুরু হয়ে যায় কানামাছি খেলা।

দাদা হাজির হয় তো ভাই উধাও;—ভাই থাকে তো দাদা 'নো-পাত্তা'! ব্যাপারটা কী?

কাণ্ড দেখে বলাই তো ভ্যাবাচাকা!

সদানন্দবাবুর ভাগ্নে বলাইয়ের 'হেড্ অফিসটা' খুব মজবুত নয়; তাই অফিসের কাজে তার ভুল হয় প্রতিপদে। আর সেই ভুল ঘষে-মেজে শুধরে দেয় ব'লে তপনের প্রতি বলাইয়ের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এ হেন বলাই হঠাৎ আবিষ্কার করল যে,—তাড়া-হুড়োতে চা ফেলে দিয়ে তপনের জামাতে সে যে-দাগ লাগিয়ে দিয়েছিল, সেই দাগটা মাস্টারের জামাতেও এসে হাজির হয়ে গেছে! মাথা ঘুলিয়ে যায় বলাইয়ের!

কিন্তু ঘুলিয়ে-ওঠা ঘটনার জট্ ছাড়ানোর কেরামতিটা শেষ অবধি ঐ বলাইয়ের ভাগ্যেই জুটে গেল কেমন করে, সেই মজার খবরটা ছবি থেকেই জোগাড় ক'রে নিন না কেন!

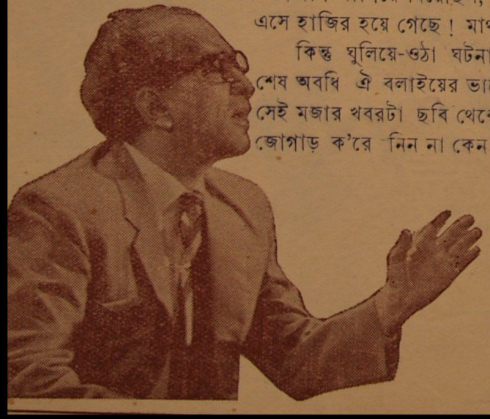

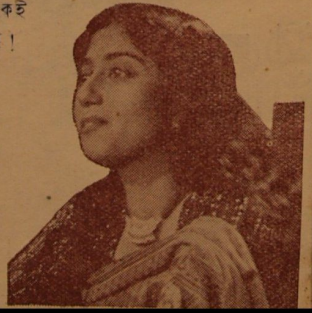

সঙ্গীতাংশ

(১)

এই নিরিবিলি ঝিলিমিলি রাতে জ্বলে দেয়ালী,
তাই, দুরু দুরু ঝুরু ঝুরু হাওয়া হোলো খেয়ালী
ঘুম আয়রে.....ঘুম.....ঘুম আয়!
ওই, হিজিবিজি সুরে ঝিঁঝি বলে কী যে হেঁয়ালী।

সেই, কানাকানি জানাজানি নিয়ে বনজোছনা
এই, আলো-জাগা ভালো-লাগা মায়া করে রচনা
তাই, ফুলে ফুলে দুলে দুলে হাসে মধুমিতালী—
ঘুম আয়রে.....ঘুম.....ঘুম আয়!

আর, মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে কী পাবো কী পাবোনা
আজ, কাছে কাছে জেগে আছে নিয়ে কিছু ভাবনা
তাই, আসেনা যে ভাসেনা যে ভীরু চোখে নিদালী
ঘুম আয়রে.....ঘুম.....ঘুম আয়!

(২)

অঙ্ক কষতে গেলে খালি ওঠে হাই,
ইতিহাসে প্রাণটা যে হাঁসফাস করে,
ভূগোলটা আরো যেন গোলমেলে ভাই,
বলোতো, কেমন ক'রে পড়ি এর পরে?

স্বাস্থ্যের বইখানা খুলে একই ফল
তেড়ে তেড়ে আসে যেন বীজাণুর দল—
ঝিমঝিম ক'রে শেষে মাথাটা যে ধরে,
বলোতো, কেমন ক'রে পড়ি এর পরে?

ইংরেজী, বাংলার বেলাতে-ও তাই
কী যে হয় রোজ রোজ কেন যেন ছাই
রাশি রাশি ঘুম এসে জড়ো হয় ঘরে,
বলোতো, কেমন ক'রে পড়ি এর পরে?

খেলাধুলো, দুষ্টুমি সব ঠিক ঠিক
আগের মতই চলে রুটিন মাফিক,
পড়ার সময়টাই ভুগি আমি জ্বরে—
বলোতো, কেমন ক'রে পড়ি এর পরে?

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান দু'টি GE 30456 কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনুন

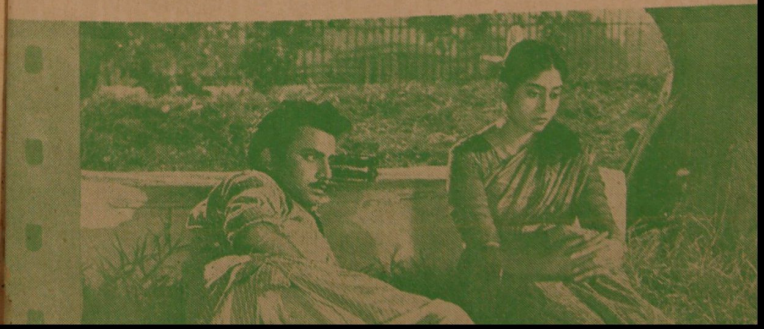

টাস্ পিকচার্স পরিবেশিত

পরবর্ত্তী ছবি

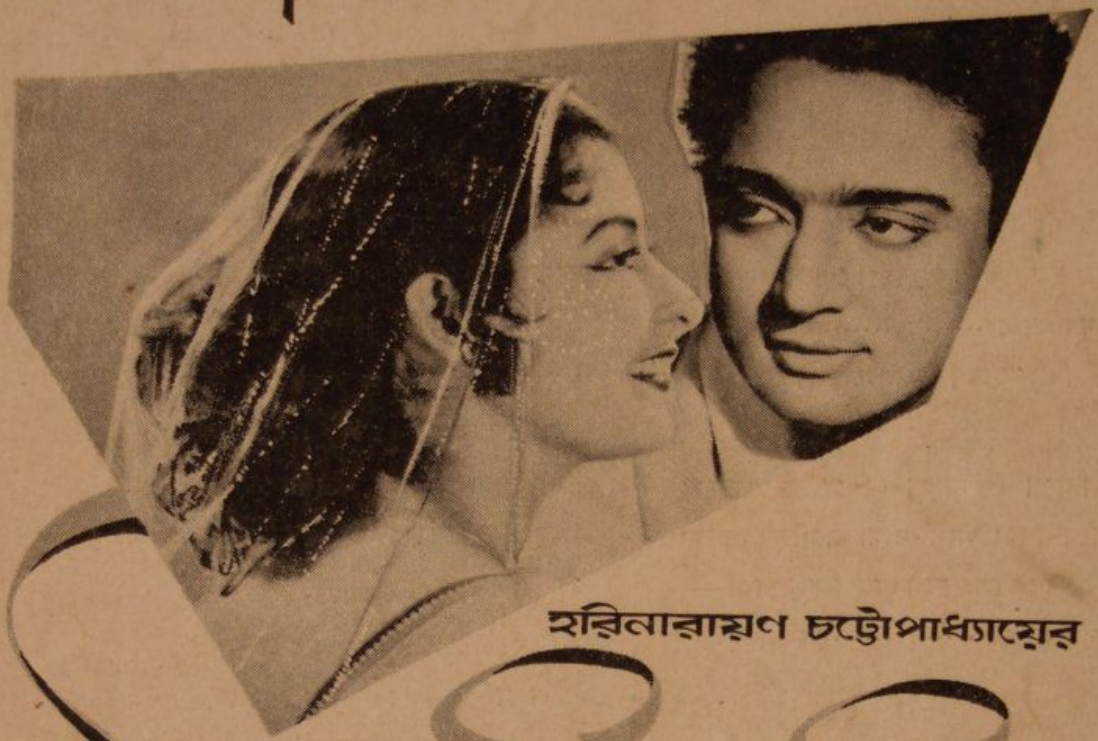

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অভিসারিকা

শ্রেষ্ঠাংশে

সুপ্রিয়া চৌধুরী

নির্মলকুমার

পরিচালনা

কমল মজুমদার

চিত্র শিল্পী

দীনেন গুপ্ত

দ্রুত প্রস্তুতির পথে

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : নবশক্তি প্রেস, কলিকাতা-১৪